অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোয় মেহেরপুরে ইটভাটাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোর দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা মোড় এলাকায় আজিমুদ্দিনের ইটভাটায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোল্লা ইফতেখার আহমেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মোবাইল কোর্ট সূত্রে জানা গেছে, ইটভাটায় অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৫(৩) ধারা অনুযায়ী ভাটার মালিক আজিম উদ্দিনের ছেলে শহীদুল ইসলামের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শেখ কামাল মেহেদী উপস্থিত ছিলেন।

এআই ব্যবহার করে তারা জেলা বিএনপির কমিটি ভাঙতে চায়: অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান

মেহেরপুরে বিএনপির কমিটি নিয়ে ভাঙনের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেছেন, অন্য কেউ যদি বলে কালকে বা পরশু কমিটি ভেঙে যাবে, তাহলে তা বিশ্বাস

করার কোনো কারণ নেই। কেউ যদি এক হাজার বছর ওই পার্টি অফিসে বসে চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খায়, আর বলে কমিটি ভাঙবে, তবুও এই কমিটি ভাঙা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই সমাবেশের মাধ্যমে আমরা আপনাদের বলতে চাই, আপনারা গতকাল ফেসবুকে দেখেছেন, আমাদের আরেক নেতা মাসুদ অরুণ বেগম খালেদা জিয়ার মাথায় মাথা রেখেছেন। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কারণ, এআইয়ের মাধ্যমে তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী স্কুল মাঠে ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত জনসভায় মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুণকে উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলেন তিনি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরুল হাসান আরও বলেন, বিএনপি হিমালয় পর্বতের মতো বিশাল ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এই দলের শিকড় অত্যন্ত গভীরে। গত ১৭ বছরে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি ও ঐক্যে কোনো ভাটা পড়েনি। হিমালয় থেকে এক টুকরো বরফ খসে পড়লে যেমন হিমালয়ের বিশালত্ব কমে যায় না, তেমনি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা দিয়ে বিএনপির শক্তি ও অবস্থান দুর্বল করা সম্ভব নয়।

পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলীর সঞ্চালনায় জনসভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

জিয়া পরিবারকে রক্ষা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেছেন, “আপনারা জানেন, আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে জিয়া পরিবারের ওপর। এই জিয়া পরিবারকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এ জন্য আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কামরুল হাসান বলেন, “আমরা মনে করি, ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৭১, ১৯৯০ ও ২০২৪ একই সূত্রে গাঁথা। তবে ২০২৪ সালকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে একাত্তরকে ম্লান করা যাবে না। কারণ, আপনারা জানেন, যারা একাত্তর চায়নি, তারাই এখন বাংলাদেশে বেশি বেশি কথা বলছে। আমাদের বড় ভাই মাসুদ অরুণ একটি কথা বলেছেন, তাঁকে নাকি হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমরা এটিকে বিশ্বাস করি। আমাদের নেতৃত্বকে হত্যার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা চলছে।”

বিএনপির সাংগঠনিক শক্তির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, “বিএনপি একটি হিমালয়ের মতো পর্বত। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জনপ্রিয় দল বিএনপি। হিমালয়ের একটু বরফ খসে গেলে যেমন হিমালয়ের কিছু যায় আসে না, তেমনি বিএনপির কিছু নেতাকর্মীকে গুম ও খুন করেও দলটির কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। গত ১৭ বছরে বিএনপির নেতৃবৃন্দ, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা গুম-খুনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু হিমালয়ের মতো এই দলের কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং দলটি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। আমরা এখনো হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। হিমালয় থেকে কেউ একটি ঢিল মারলে কিংবা একটু বরফ খসে পড়লে তাতে বিএনপির কিছু যায় আসে না। কারণ, বিএনপি হিমালয়ের মতো শক্তিশালী দল।”

দলের কমিটি নিয়ে চলমান আলোচনা ও বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে কামরুল হাসান বলেন, “আমরা এই সমাবেশ থেকে একটি কথা বলতে চাই, বিএনপি যে কমিটি দিয়েছে, কেউ যদি বলে কালকে ভাঙবে, পরশুদিন ভাঙবে, তাহলে আপনাদের তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এক হাজার বছর পার্টি

অফিসে বসে চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খেলেও যদি বলা হয় কমিটি ভাঙবে, তাতে বিশ্বাস করবেন না। কোনোভাবেই এই কমিটি ভাঙা সম্ভব নয়।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা সবাই ফেসবুক দেখেন। আমাদের এক নেতা মাসুদ অরুণ খালেদা জিয়ার কোলে মাথা রেখেছেন—এমন একটি ছবি প্রচার করা হয়েছে। এটি কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই এআইয়ের মাধ্যমেই তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরতে চায়।”

মেহেরপুরের হাসপাতালের খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, “আমরা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। যে গলা বা খাবার আপনার বাড়িতে ছাগল-গরুও খায় না, আপনারা নিজেরাও যে ডিম বা পাউরুটি ব্যবহার করেন না, সেই ডিম, পাউরুটি ও কলা রোগীদের খাওয়ানো হচ্ছে। আপনার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আপনার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে। কারা এসব সরবরাহ করছে, কারা ঠিকাদারি করছে, কারা ওষুধের ঠিকাদারি করছে, আপনারা সবই জেনেছেন।”

সারের ডিলার নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আজ ফেসবুকে দেখলাম, মুজিবনগরে একটি গাড়ি সারসহ আটক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কলিম উদ্দিনের গোডাউন থেকে এসব সার উদ্ধার করা হয়েছে। সেই কলিম উদ্দিনের গোডাউনের লাইসেন্সও নাকি বিএনপির এক বড় নেতার। তারা আওয়ামী লীগের নেতাদের দিয়ে এসব লাইসেন্স করিয়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত যতগুলো লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, সেগুলো দিয়ে আওয়ামী লীগের সার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। অথচ তাঁরা বলছেন, আমরা নাকি সারের ডিলার নিয়োগে দুর্নীতি করেছি।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা জানেন, সারের ডিলার নিয়োগের জন্য দুটি কমিটি রয়েছে। একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং অন্যটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি। এই কমিটিগুলোই নির্ধারণ করেছে কারা সারের ডিলার হবেন এবং কারা হবেন না। এখানে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোনো বিষয় ছিল না। তাই আপনাদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান, আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।”

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আলমগীর

খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ।

এ সময় বক্তব্য দেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু, জাসাসের সদস্যসচিব বাকা বিল্লাহ, বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম, রশিদুল ইসলাম, মহিবুল ইসলাম রকেট, রাজু আহমেদ রাজু, পলাশ ফরাজী, মিয়ারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান বিপ্লব ও যুবদল নেতা লিয়াকত আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে জেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে দলীয়করণ, হাসপাতালকেন্দ্রিক দালালচক্র, কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি এবং প্রশাসনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে মেহেরপুরে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখা।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার কার্যালয়ে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন। বক্তব্যে তিনি বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে ২২ জন সার ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান বলেন, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সংসদের ভেতরে আমরা বিরোধী দলের সংসদ সদস্য হলেও সংসদের বাইরে আমরা জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করুক, সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। তবে জনগণের অধিকারও বাস্তবায়ন করতে হবে। সার, তেল ও গ্যাসসহ প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে নিশ্চিত করে সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করুক, এটাই আমাদের চাওয়া। তবে সরকারের বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরালো ও গতিশীল হবে।

এছাড়াও এসময় জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি মো. খাইরুল বাশারসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে অনিয়ম-দুর্নীতি মেনে নেওয়া হবে না, কঠোর অবস্থানে জেলা বিএনপি: কামরুল হাসান

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব রাখতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করেছে উপজেলা বিএনপি। আজ শুক্রবার সকালে জেলা বিএনপির তত্ত্বাবধানে ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “হাসপাতালে কোনো ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অপরিচ্ছন্নতা মেনে নেওয়া হবে না। হাসপাতালকে দালালমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব করতে জেলা বিএনপি কঠোর অবস্থানে থাকবে। রোগীরা যাতে হয়রানিমুক্ত পরিবেশে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পান, তা নিশ্চিত করতে আমরা নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখব।”

এ সময় নেতাকর্মীরা হাসপাতালের বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন।

কুষ্টিয়া সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভারতীয় মদ, ইয়াবা, স্বর্ণের আংটিসহ বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার; আটক ০১

সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ রংমহল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ভারতীয় মদ, ইয়াবা, স্বর্ণের আংটিসহ বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার এবং একজন ব্যক্তিকে আটক করেছে বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টায় খাসমহল নামক স্থানে একটি চৌকস বিজিবি টহল দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় মোঃ রুবেল হোসেন (পিতাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, গ্রামঃ শেওড়াতলা, ডাকঘরঃ করমদি, থানাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর)-কে ভারতীয় ০১ বোতল মদ, ১০ পিস ইয়াবা, ০১টি স্বর্ণের আংটি, ০১টি এয়ারপড, ০২টি সিম কার্ড ও ০১টি মোবাইল ফোনসহ আটক করা হয়। আটককৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য ৭৮,৪২০ (আটাত্তর হাজার চারশত বিশ) টাকা।

আটকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামাল মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্য পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি সীমান্ত নজরদারি ও গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করেছে।

সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি দৃঢ়ভাবে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। সীমান্ত সুরক্ষা বজায় রাখা এবং মাদক ও চোরাচালানমুক্ত সীমান্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, সারা বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামগঞ্জের মানুষ তারেক রহমানের ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশপ্রেমিক সরকার গঠন করেছে। ভাইয়েরা, আমার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ অরুন বলেন, আমার এলাকা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ সবাই কৃষকের সন্তান। সরকার ইতিমধ্যে সারের বিপণন ব্যবস্থায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যেখানে অভিযোগ আছে, অনিয়ম হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা দিতে পারি, কৃষক এই মাস থেকেই ন্যায্য মূল্যে সার পাবে।

তিনি বলেন, “আমরা লড়াইয়ের জন্য রাজপথে থাকব। অনেক বন্ধু বলেন, ভাই, ৮ থেকে ৯ মাস হয়ে গেল, কিছুই তো পেলাম না। আমরা যারা জেল-জুলুম খেটেছি, রাজপথে লড়াই করেছি, তাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই সরকারকে অন্তত আমাদের দুই বছর সুযোগ দেওয়া উচিত। এখনই বলছেন, ত্যাগীরা কেন কিছু পায় না। ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেই তো স্বৈরশাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পেরেছি। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সবার মূল্যায়ন হবে।”

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মাসুদ অরুন বলেন, “দীর্ঘ সময় রাজপথে ছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এখনো আমরা রাজপথে আছি। আমরা বলেছি, মাসুদ অরুন পরাজিত হতে পারে, হয়তোবা ষড়যন্ত্রের কারণে। আলহামদুলিল্লাহ, তারেক রহমান এ দেশের প্রধানমন্ত্রী—এর চেয়ে বড় কিছু চাওয়া আমার নেই।”

মাসুদ অরুন বলেন, “আমি শুধু একটাই অনুরোধ করব, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে আমরা ধারণ করব। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি। ভাইয়েরা আমার, এই চেতনার সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না। এই চেতনাকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

নতুন বাংলাদেশ গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “নতুন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে। তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে কেউ অপতৎপরতা চালালে আমরা আবারও রাজপথে নামব।”

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। এ সময় বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাসান আলী এবং মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওফেল আহমেদ রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন ও সাইদুর সুজন, সদর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব বিপ্লব মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওশেল আহমেদ রনিসহ জেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তব্য শেষে শহরের কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের

করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুরে সমবায় সমিতির সদস্যদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

‘করব সমবায়, গড়ব দেশ—সবার জন্য বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার কার্যকর সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সদর উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের আয়োজনে সিডিপির সম্মেলনকক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৩টি সমবায় সমিতির ২৫ জন সদস্য অংশ নেন।

সদর উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর।

প্রশিক্ষণে বক্তব্য দেন- জেলা সমবায় অফিসার (অ.দা.) এনামুল হক, সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. নাজমুল হাসান শাওন, জেলা সমবায় কার্যালয়ের প্রশিক্ষক মোহা. নুরুজ্জামান, সহকারী প্রশিক্ষক মো. রোকনুজ্জামান, সহকারি পরিদর্শক সাঈদ আনোয়ার, সিডিপির নির্বাহী পরিচালক তৃপ্তি কনা বিশ্বাস, জ্যোতি মহিলা সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক উম্মে হানী চায়না এবং হরিরামপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক আছেদ আলী প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর বলেন, সমবায় হলো সম্মিলিত উদ্যোগে নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের একটি কার্যকর মাধ্যম। সমবায়ের মূল শক্তি পারস্পরিক সহযোগিতা, আস্থা ও ঐক্য। সমবায় সমিতির সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়ম মেনে সমিতি পরিচালনা করতে হবে। সদস্যদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সদর উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক বলেন, সমবায় সমিতিকে কার্যকর ও সদস্যবান্ধব করতে হলে সদস্যদের অধিকার, দায়িত্ব এবং সমিতি পরিচালনার নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণ, সঠিকভাবে ঋণ ব্যবস্থাপনা, সভা আয়োজন এবং আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা বজায় রাখা সমিতির স্থায়িত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যরা সমবায় পরিচালনা সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ধারণা পাবেন এবং নিজেদের সমিতির উন্নয়নে তা কাজে লাগাতে পারবেন।

প্রশিক্ষণে সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সমবায়ের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আওয়ামী লীগের পথে হাঁটলে বিএনপির পরিণতিও একই হবে

যে সরকার চাঁদাবাজি করত, বিরোধী দলের ওপর জুলুম, অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জেলে রাখত, ফাঁসি দিত সেই সরকারের পরিণতি যদি রান্না করা ভাত রেখে পালিয়ে যেতে হয়, তাহলে সেই পথে এখন কেউ হাঁটলে তাদের পরিণতিও একই রকম হবে বলে মন্তব্য করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান।

গতকাল বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের সামনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস উপলক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তাজউদ্দীন খান বলেন, “বাবা যে পথে গিয়েছে (আওয়ামী লীগ), ছেলেকেও সে পথে যেতে হবে (বিএনপি)। এ দেশের মানুষ কেবল রক্ত দিয়ে যাবে, এরা প্রতিবাদ করে যাবে, এরা হাত তুলে সামনে দাঁড়াতে পারে। বিধায় ধৈর্যের বাঁধ মানুষের নষ্ট করবেন না। তাহলে পালাবার পথ অন্যদের ছিল, কিন্তু আপনারা পালাবার পথ খুঁজে পাবেন না।

আপনারা একটা করে আয়োজন করেন আর এই জেলার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলেন। এখন শুনছি প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীর কাছে পাঁচ হাজার, দশ হাজার করে চাঁদাবাজি শুরু করেছেন। কী সুন্দর জিনিস, কী ফুটফুটে জিনিস! আগে যা করল, তাই যদি করে থাকেন, এ জাতি দাঁতভাঙা জবাব দেবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের নির্দোষ, নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে যদি ৪৫ বছর পরে অন্যায়ভাবে কারাগারে পাঠিয়ে থাকেন, অন্যায়ভাবে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে থাকেন, আজকে পল্টন ট্র্যাজেডির বিচার করছেন না। আজকে আমাদের নেতৃবৃন্দকে যারা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন, তাঁদের বিচার করছেন না। এই জেলায় পাঁচজন ভাইকে হত্যা করল, তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করছেন না। এরা যদি ৪৫ বছর পরে আমার নেতৃবৃন্দকে ফাঁসি দিতে পারেন, বিচার করতে পারেন, বৈধভাবে ৫০ বছর পরে হলেও বিচার হবে বাংলাদেশের মাটিতে।”

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে শহরের কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের শূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, রাজনীতি সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির জাহান আলী, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. মো. রবিউল ইসলাম এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আব্দুল সালামসহ সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কা থেকে বাঁচতে ইজিবাইক

খাদে, চালকসহ আহত ৪

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কে বেপরোয়া গতির ট্রাকের চাপে ইজিবাইক খাদে পড়ে চালকসহ চারজন আহত হয়েছেন। বুধবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে সদর উপজেলার বিএটি সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন-সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের ইজিবাইক চালক বাবলু, একই উপজেলার সোনাপুর গ্রামের ইদ্রিস আলী, বলিয়ারপুর গ্রামের গোলাম বিশ্বাস এবং নাম-পরিচয় না জানা এক নারী যাত্রী। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ওই নারী হাসপাতাল ত্যাগ করায় তার পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও আহত সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর থেকে একটি বেপরোয়া গতির ট্রাক হেলেদুলে আমঝুপির দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে যাত্রী নিয়ে একটি ইজিবাইক মেহেরপুরের দিকে আসার পথে বিএটি এলাকার কাছাকাছি পৌঁছালে ট্রাকটি সেটিকে সজোরে চাপ দেয়। এ সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ বা বড় ধরনের প্রাণহানি এড়াতে চালক তাৎক্ষণিকভাবে ইজিবাইকটিকে রাস্তার পাশের খাদে নামিয়ে দেন। এতে ইজিবাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে চালকসহ চারজন গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর পরই ঘাতক ট্রাকটি দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পরপরই স্থানীয় পথচারীরা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ইদ্রিস আলীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।